যুগান্তর

তারিখ 12 APR 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

লেদার টেকনোলজি কলেজ বন্ধ ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহত ৩০

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি কমানোসহ ৬ দফা দাবিতে শনিবার সকালে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা ঝিগাতলা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে ছাত্রদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১০-১২টি গাড়ি ভাংচুর করেছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ শনিবার বিকালে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হল ত্যাগেরও নির্দেশ দেয়া হয়। বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

সংঘর্ষ : লেদার টেকনোলজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ ড. ফজলুল করিম যুগান্তরকে জানান, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগেরও নির্দেশও দেয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির (বাকলেট) কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে তারা মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। ঝিগাতলা বাসস্ট্যান্ডের সামনে এসে মিছিলকারীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। খবর পেয়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ কর্মকর্তারা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু দাবি পূরণ না হলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে পুলিশ কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয় ছাত্রছাত্রীরা। পরে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ছাত্রছাত্রীরা। এ সময় এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে কয়েকটি সড়কে প্রচণ্ড যানজট দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১০-১২টি বাস ও প্রাইভেট কার ভাংচুর করে। ঘণ্টাব্যাপী ধরে সংঘর্ষ চলে। একপর্যায়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ধাওয়া করে কিছু ছাত্রকে ধানমণ্ডি ১৫ নম্বরের দিকে নিয়ে যায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে বেশিরভাগ ছাত্র কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর চলে যায়। পরে পুলিশ মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

পুলিশের পিটুনিতে টেকনোলজি কলেজের মুন্নী, মীম, অন্তু, পল্লব, সাথী, শাকিল, মিরানসহ প্রায় ২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাছাড়া ইটের আঘাতে পুলিশ কনস্টেবল বাদল মিয়া ও বিণয় কৃষ্ণসহ ৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

ফুটওয়্যার টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র কাজল জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কলেজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি ৯ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা করা, শিক্ষক সংকট সমস্যার সমাধান, পরীক্ষা কেন্দ্র বাকলেট ক্যাম্পাসে স্থানান্তর, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা, অধ্যয়নরত সব বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থা বাতিল করে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে একক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালুর দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে আসছে। তিনি আরও বলেন, বিনা কারণে পুলিশ সবাইকে লাঠিপেটা করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কলেজের প্রিন্সিপাল ড. করিমকে বিষয়গুলো অবহিত করার পরও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। উল্টো গত ১০-১২ দিন ধরে তিনি কলেজে আসছেন না।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফজলুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ৩ দিন ধরে কলেজে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে ছাত্ররা যেসব দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে এ বিষয়ে তার সমর্থন রয়েছে। ছাত্রদের দাবিগুলো নিয়ে ঢাবির ভিসির সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, আন্দোলনরত ছাত্ররা কয়েকজন শিক্ষককে আটকে রেখেছে বলে জেনেছেন তিনি। এটা ছাত্ররা ঠিক করছে না। তিনি আরও বলেন, ফরম পূরণের ফি কমানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তিনি আশা করেন।

কলেজছাত্র আসাদুজ্জামান ও শাকিল জানায়, শিক্ষকদের আটকে রাখার প্রশ্নই আসে না। বরং সাধারণ শিক্ষকরা তাদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

পুলিশের সহকারী কমিশনার মোখলেছুর রহমান জানান, ছাত্রদের পেটানো হয়নি। রাস্তা অবরোধের সময় পুলিশ ধাওয়া করলে তারা চলে যায়। ওই সময় রাস্তায় পড়ে কেউ আহত হতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন